গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর

ডিপিডিসি'র ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. মাসের APA অগ্রগতি ও মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	বিকাশ দেওয়ান ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সভার তারিখ	১৬/০২/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	ভার্চুয়াল সভা (Zoom)।
উপস্থিতি	ডিপিডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী / ম্যানেজার হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জেনারেল ম্যানেজার (আইসিটি, এনার্জি এন্ড মিটারিং) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন সূচক (APA) এর অগ্রগতি ও বিগত জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা পর্যালোচনা করে প্রায় সকল আলোচ্যসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-০১: সিস্টেম লস

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র জন্য Overall সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা ৭.০৫ নির্ধারণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বর-২২ মাসের APA প্রদত্ত সিস্টেম লস সূচকে সাতমসজিদ, মুগদাপাড়া, স্বামীবাগ এনওসিএস এর সিস্টেম লস ডিপিডিসি'র জন্য প্রযোজ্য লক্ষমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সিস্টেম লস কমানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। ২০২২-২৩ খ্রি: অর্থ বছরের Overall সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর জন্য বছরের প্রথম থেকেই সকল এনওসিএসকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	ক) APA ২০২২-২৩ এ সিস্টেম লস এর নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে প্রত্যেক এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তার অধিনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত মিটিং করবেন। সিস্টেম লস নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। খ) সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল এনওসিএস এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিয়মিত ফিল্ড ভিজিট করবেন এবং মনিটরিং করবেন। গ) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার (রাতে অটো গ্যারেজ এর হুকিং) প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক এনওসিএস ডিপিডিসি'র ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও স্পেশাল টাস্কফোর্স এর সহযোগিতায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে। সান্ধ্যকালীন ম্যজিস্ট্রেট ড্রাইভ দেওয়ার সময় পুলিশ প্রশাসন এর সহায়তা নিতে হবে। ঘ) সকল এনওসিএসকে ফিডার ও ক্যাটাগরি (বিশেষ করে আবাসিক গ্রাহক) ভিত্তিক সিস্টেম লস বৃদ্ধির কারণ শনাক্ত করে আবাসিক গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঙ) চলতি অর্থ বছরে সিস্টেম লস এর টার্গেট যাই থাকুক না কেন পূর্ববর্তী বছরে অর্জিত সিস্টেম লস (৬.৬) এর চেয়ে চলতি অর্থ বছরের সিস্টেম লস এর মান কম থাকতে হবে। অন্যথায় সিস্টেম লস সূচকে মন্ত্রণালয় থেকে কোন নম্বর প্রদান করা হবেনা। ফলশ্রুতিতে, সকল এনওসিএসকে গত বছরের অর্জিত সিস্টেম লস এর চেয়ে চলতি অর্থ বছরে আরও সিস্টেম লস কমানোর জন্য সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ এডমিন এন্ড এইচআর/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ জিএম, (আইসিটি)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ ট্যারিফ এন্ড এ্যানার্জি অডিট/ মিটারিং/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ ম্যানেজার, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)।

আলোচ্যসূচি-০২: CB Ratio / একাউন্টস রিসিবএবেল

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জানানো হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র জন্য Overall CB Ratio এর লক্ষ্যমাত্রা ৯৯ নির্ধারণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এনওসিএস তেজগাঁও, শেরেবাংলানগর, আদাবর, নারায়নগঞ্জ (পশ্চিম), ফতুল্লাহ ও রমনা এনওসিএস সহ প্রায় অধিকাংশ এনওসিএস এর ডিসেম্বর, ২২ খ্রি: মাসের CB Ratio এর লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। চলতি অর্থ বছরে প্রদত্ত সূচক এর লক্ষ্যমাত্রা অনেক চ্যালেঞ্জিং এবং ফেব্রিয়ারি, ২৩ থেকেই লোডশেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রতিনিয়ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ দিয়ে সিবি রেশিও এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	ক) APA ২০২২-২৩ অর্থ বছরে CB Ratio এর নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনেক challenging বিধায় বছরের প্রথম থেকেই তা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। বিগত বছর সমূহের ন্যায় চলতি অর্থ বছরেও প্রত্যেক এনওসিএস কে বকেয়া আদায়ের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ ও প্রতিনিয়ত টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা সহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়ার বিপরীতে সময়মত বিল পরিশোধ না করলে নোটিশ দিয়ে লাইন কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) সিটি কর্পোরেশন এর স্ট্রিট লাইটের বিল মিটারিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সে লক্ষ্যে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে মিটার সরবরাহের জন্য সিটি কর্পোরেশন এর উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি দিতে হবে। সিটি কর্পোরেশন মিটার সরবরাহ করতে অনীহা প্রকাশ করলে সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নিজ উদ্যোগে স্ট্রীট লাইট এর সংশ্লিষ্ট পয়েন্টে মিটার স্থাপন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ভোর হওয়ার পূর্বে স্ট্রীট লাইট বন্ধ করার জন্য সিটি কর্পোরেশন এর উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিতে হবে। নিজ উদ্যোগে মিটার সরবরাহ করলে স্ট্রীট লাইটের বিলের সাথে মিটারের ভাড়া সংযোজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) এনওসিএস ফতুল্লা বিভাগের আওতাধীন গ্রাহক প্রাইম টেক্সটাইল এর দীর্ঘ দিনের জমে থাকা বকেয়া অবিলম্বে পরিশোধের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এনওসিএস ফতুল্লা কর্তৃক প্রাইম টেক্সটাইলকে পুনরায় চিঠি দিতে হবে। বকেয়া টাকা সময়মত পরিশোধ না করলে লাইন কেটে দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৩:</u> **বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত / কর্পোরেশনসমূহের নিকট বকেয়া**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত/কর্পোরেশনসমূহের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র অভ্যন্তরীণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ (বিশেষ করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, এফডিসি, PWD, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ কোয়ার্টার, পুলিশ হাসপাতাল, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি) এর বকেয়া আদায়ে দায়িত্বরত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং বছরের প্রথম থেকেই বর্ণিত খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ এর সাথে যোগাযোগ করে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকলে প্রয়োজনে revised বাজেটে অর্থ বরাদ্দের জন্য চিঠি দিতে হবে। খ) ২০১৬ সালের পূর্বের বিহারী ক্যাম্পের বকেয়া (দশ কোটি) আদায়ের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (প্রধান প্রকৌশলী, নর্থকে) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং বিদ্যুৎ বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব (ডক্টর সৈয়দ মাছুম আহমেদ চৌধুরী এর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করতে হবে এবং আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উক্ত বকেয়া আদায়ের কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। গ) ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (স্থানীয় সরকার বিভাগ) এর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, (আইসিটি)/ বর্ণিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে মাননীয় মেয়র মহোদয় ও সিটি কর্পোরেশন এর অঞ্চল ভিত্তিক জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীকে চিঠি দিতে হবে। এছাড়া বার কাউন্সিলের বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে বকেয়া আদায়ের কার্যক্রমের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ) PWD, কৃষি মন্ত্রণালয়, ধর্ম, ও মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ারের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং বকেয়া আদায়ের কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে হবে। ঙ) পিডিবির ওয়াপদা ভবন, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ও বিদ্যুৎ ভবনের পূর্বের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। চ) জিএম, আইসিটি ওয়াসার সমস্ত ডিস্পুটেড বিল এর পরিমাণ specific গ্রাহক wise শনাক্ত করে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে ই-মেইল করবেন। উক্ত রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট মডস জোন থেকে ডিস্পুটেড বিল সার্টিফাইড করে সার্টিফাইড বিল পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে ওয়াসার সেন্ট্রাল বিভাগে প্রেরণ করবে এবং ডিস্পুটেড বিল সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যে সমস্ত ডিস্পুটেড বিল সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন করা যাবেনা সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী তার কারণ ব্যাখ্যাসহ একটি প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে ডিপিডিসি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও ওয়াসার এমডিকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত ডিস্পুটেড বিল এর সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ছ) রাস্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা প্রাপ্যের বিষয়ে ইতোমধ্যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। নিজস্ব পুরো বাড়ি বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্টীকরনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ:দা:), এনওসিএস নারিন্দাকে বিদ্যুৎ বিভাগকে চিঠি দিতে হবে।	

<u>আলোচ্যসূচি-০৪:</u> এস্টিমেটেড বিল ও জিরো ইউনিট বিল সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, এনওসিএস তেজগাঁও বিভাগে ০৩ মাসব্যাপী ২১৭ টি মিটার খারাপ রয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, এনওসিএস তেজগাঁও মিটার স্বল্পতার কারনে মিটার সরবরাহ করা যাচ্ছেনা, যার ফলে গ্রাহককে মিটার সরবরাহের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। সিস্টেম লস কমার স্বার্থে ও বিলিং সিস্টেম সহজীকরণের লক্ষ্যে নষ্ট মিটারগুলো অবিলম্বে পরিবর্তনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) প্রত্যেক এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে নষ্ট মিটার পরিবর্তনের জন্য চিঠি প্রদান করবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহক নষ্ট মিটার পরিবর্তন না করলে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে গ্রাহককে convince করে গ্রাহক কর্তৃক মিটার সরবরাহ করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং পরবর্তীতে মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এনওসিএস তেজগাঁওকে আগামী মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় নষ্ট মিটার পরিবর্তনের অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। গ) গ্রাহক খুঁজে না পাওয়ার কারনে যে সমস্ত স্থাপনায় প্রতিনিয়ত জিরো ইউনিটের বিল হচ্ছে এবং নিখোঁজ গ্রাহকের পূর্বের বকেয়া রয়েছে কিংবা মিটার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা এমন ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরনের লক্ষ্যে জিএম, অডিট সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে নিয়ে মিটিং করবেন। প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ০১ টি কমিটি গঠন করবেন। নিখোঁজ গ্রাহকের বকেয়া আদায় করা না গেলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানসহ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক উক্ত গ্রাহকের বকেয়া write-off এর ব্যাপারে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগনকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জিএম, অডিট বিষয়টি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধায়ন করবেন এবং আগামী ০৩ মাসের মধ্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন। এছাড়া কেস টু কেস স্টাডি করে গ্রাহকের জিরো ইউনিট consumption সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, অডিট/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৫:</u> ডিপিডিসি'র জন্য প্রযোজ্য নতুন ট্যারিফ রেট (বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার) আপডেট সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ডিপিডিসি'র গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে সংযোগ প্রদানকারী ১৭ টি এনওসিএস সমূহ সেন্ট্রাল স্টোর থেকে ৫০ টি করে কার্ড ইস্যু করবে, তারপরে প্রতিদিন ৫০ টি কার্ড অফিসে বসেই ৫০ জন গ্রাহকের নতুন ট্যারিফ কার্ডে টোকেন এর মাধ্যমে ট্রান্সফার করবে। যে সমস্ত গ্রাহক বেশি ভেন্ডিং করে ও যারা কমার্শিয়াল গ্রাহক তাদের প্রথমে ট্যারিফ টা আপডেট করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। আজিমপুর ও লালবাগের গ্রাহকদের০১ টি মাস্টার কার্ড এর মাধ্যমে ট্যারিফ আপডেট ও ইউনিফাইডে specific গ্রাহক wise টোকেন আপডেট করতে হবে মর্মে জিএম, আইসিটি সভায় অবহিত করেন।	প্রি-পেইড এনওসিএস এর গ্রাহকদের নতুন ট্যারিফ আপডেট করার জন্য জিএম, আইসিটি নোটে নির্বাহী পরিচালক, (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট) মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে সেন্ট্রাল স্টোর থেকে ৭৫০ টি কার্ড সংগ্রহ করবে। পরবর্তীতে ০৩ জোনের প্রধান প্রকৌশলী জিএম, আইসিটি থেকে কার্ড সংগ্রহ করবে। এনওসিএস সমূহ জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ এর নিকট কার্ড সংগ্রহ করে প্রতিদিন ৫০ টি করে কার্ড প্রি-পেইড মিটারে পাঞ্চ করে নতুন ট্যারিফ আপডেট করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ জিএম, আইসিটি/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল, সাউথ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (স্টোর ম্যানেজমেন্ট সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (প্র-পেইড এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৬:</u> নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, সকল এনওসিএস এর আওতাধীন আবাসিক গ্রাহকদের ডিমান্ড নোট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইস্যু হয়েছে যার শতকরা হার ৯৮% এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যার শতকরা হার ৯৯.৮৪%। এছাড়া এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ডিমান্ড নোট ইস্যুর শতকরা হার ৯৫.২৪% এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের শতকরা হার ১০০% নিশ্চিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	ক) আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে । ডিমান্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস চার্জ জমা দেয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। খ) ১১ কেভি ও তদূর্ধ্ব ভোল্টেজের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট সম্পন্ন করার সাপেক্ষে পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৭:</u> কাস্টমার মাস্টার ডাটা (মোবাইল নম্বর, ন্যাশনাল আইডি নম্বর, ই-মেইল এড্রেস ও টিআইএন নম্বর) হালনাগাদ সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ০৩ মাসে মাত্র ৩২ হাজার গ্রাহকের মোবাইল নম্বর এবং ২৯ হাজার গ্রাহকের এনআইডি আপডেট হয়েছে। মাস্টার ডাটা আপডেট কার্যক্রম এর অগ্রগতি খুব কম পরিলক্ষিত হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মাস্টারডাটা কার্যক্রম হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে গ্রাহককে ডিপিডিসি'র আইসিটি দপ্তর থেকে লিং জেনারেট করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মেসেজ সহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকৃত বিদ্যুৎ সংযোগকারীর ন্যাশনাল আইডি ও মোবাইল নম্বর এর তথ্য হালনাগাদ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার ফলে গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকৃত গ্রাহকের মোবাইল নম্বর ও এনআইডির তথ্য প্রাপ্তির আবশ্যিকতা থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ রক্ষার স্বার্থে গ্রাহককে আবশ্যিকভাবে তার মোবাইল নম্বর ও এনআইডি প্রদান করার জন্য ডিপিডিসি'র আইসিটি দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রাহককে মেসেজ দেওয়ার পাশাপাশি একটি লিংক জেনারেট করে দিতে হবে যাতে গ্রাহকগণ উক্ত লিংক ব্যবহার করে তার তথ্য প্রদান করতে পারে। এছাড়া বর্ণিত বিষয়টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৮:</u> প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী প্রি-পেইড মিটারের অনিয়মিত রিচার্জ এর আরও ৫০০ টি কেইস সার্ভে পূর্বক পদক্ষেপ/সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিএর কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা চলাকালীন স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জানুয়ারি, ২৩ খ্রি: মাসের মধ্যেই প্যাকেজ-০২ এর আওতায় পর্যাপ্ত প্রি-পেইড মিটার, নিক কার্ড সহ ডিসিউ এর শিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে। যার ফলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৭৫০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভবপর হবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	ক) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মধ্যেই প্রি-পেইড গ্রাহকের পূর্বের পোস্ট-পেইড মিটারের বকেয়া ৩০ কোটি টাকা আগামী ফেব্রুয়ারি-জুন, ২০২৩ খ্রি: মাসের মধ্যে (প্রতি মাসে মোট বকেয়ার ২০% হারে) আদায়ের বিষয়ে ১৭ টি এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ভেন্ডিং বন্ধ ও লাইন disconnect করে বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়ে বর্ণিত কার্যক্রমের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে প্রতি মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী প্রি-পেইড মিটারের অনিয়মিত রিচার্জ এর আরও ৫০০ টি কেইস সার্ভে পূর্বক পদক্ষেপ/সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ করবে। নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) সকল প্রতিবেদন কম্পাইল করবেন এবং পরবর্তী সভায় এর সারমর্ম উপস্থাপন করবেন	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ নির্বাহী পরিচালক, (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ প্রকল্প পরিচালক (৮.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ প্রকল্প পরিচালক-০১/ ম্যানেজার, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্বাহী পরিচালক, অপারেশন)/ (সকল এনওসিএস ও টাস্কফোর্স টীম এর সদস্য)।

	(গৃহীত পদক্ষেপ সহ)। এছাড়া অনিয়মিত রিচার্জ এর বিপরীতে কী পরিমাণ পেনাল বিল করা হয়েছে ও কত টাকা আদায় করা হয়েছে সে সংক্রান্ত ০২ টি কলাম উক্ত রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। রিপোর্টের ফরম্যাটটি পরিবর্তন করতে হবে। গ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের A P A অনুযায়ী কোয়ার্টার ও বাৎসরিক ভিত্তিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা (৭০০০০) পূরণের জন্য AMI প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন পূর্বক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩য় কোয়ার্টার মার্চ, ২০২৩ খ্রি: মাসের মধ্যে ২৭৪৭৯ প্রি-পেইড মিটার AMI প্রকল্প থেকে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ) গ্রাহককে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় খোলা বাজার থেকে গ্রাহক কর্তৃক প্রি-পেইড মিটার সরবরাহের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদান করতে হবে। প্রি-পেইড সংশ্লিষ্ট (১৭) টি এনওসিএস এর আওতাধীন এলটি-১ ট্যারিফের গ্রাহককে কোন অবস্থাতেই পোস্ট-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যাবেনা। এছাড়া প্রি-পেইড মিটার এনওসিএস এর আওতাধীন অবশিষ্ট পোস্ট-পেইড মিটারধারী গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারে রূপান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রি-পেইড মিটার সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বিষয়টি সার্বিকভাবে মনিটরিং করবেন। ম্যানেজার, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট) এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন। ঙ) ওপেন মার্কেট থেকে কাস্টমারগণ যাতে প্র-পেইড মিটার ক্রয় করে মিটার সরবরাহ করতে পারে সে লক্ষ্যে যমুনা মিটারের কারিগরিজনিত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বাজারে আরও ০৩ টি প্রি-পেইড মিটার কোম্পানির (সেল, সুপারস্টার ও নর্দান) সাথে ডিপিডিসি'র অবিলম্বে চুক্তি সম্পাদনের জন্য আইসিটি ও পিএন্ডডি দপ্তর কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

আলোচ্যসূচি-০৯: পাওয়ার ফ্যাক্টর সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ শিল্প গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত পিএফআই প্যানেল সঠিকভাবে বসানো হচ্ছেনা। অধিকাংশ গ্রাহক আঙ্গিনায় পিএফআই প্যানেল বসানো হলেও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে। যার ফলে ডিপিডিসি প্রতিনিয়ত লসের সম্মুখীন হচ্ছে।BERC এর নির্দেশনা অনুযায়ী পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান পর পর ০৩ মাস ০.৭৫ এর নীচে হলে নোটিশ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে মর্মে জিএম, আইসিটি সভায় অবহিত করেন। গ্রাহক আঙ্গিনায় সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন এর জন্য গ্রাহককে চিঠি দিয়ে সঠিক পিএফআই প্যানেল বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) সকল এনওসিএস দপ্তরকে গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত পিএফআই প্যানেল নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনকালে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান .৯০ এর নীচে পাওয়া গেলে গ্রাহককে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর এর পিএফআই স্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান পর পর ০৩ মাস ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গ্রাহককে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে চিঠি দিতে হবে। পরবর্তীতে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান উন্নীত না হলে নোটিশ দিয়ে লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এছাড়া নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় গ্রাহক আঙ্গিনায় সঠিক মানের ক্যাপাসিটর এর পিএফআই প্যানেল স্থাপন হয়েছে কীনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক চেক করতে হবে। সঠিক মানের ক্যাপাসিটর এর পিএফআই প্যানেল গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত না হলে কোন অবস্থাতেই নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যাবেনা। খ) ট্রান্সফরমার লস ও পাওয়ার ফ্যাক্টর চার্জ এর নতুন নিয়ম ডিপিডিসি'র পোস্ট পেইড বিলিং সিস্টেমে কার্যকরের এর উদ্যোগ নতুন ট্যারিফ আপডেট হওয়ার পরে নিতে হবে। ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ) বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ জিএম, আইসিটি/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ জোন)/ ডিজিএম, আইসিটি (এভেনিউ)/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচী-১০: জিআইএস ম্যাপিং সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, চলতি অর্থ বছরের জন্য সকল উপকেন্দ্রের জিআইস ম্যাপিং, ১১ কেভি ও ৩৩ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং এর কার্যক্রম খুবই স্থবির হয়ে রয়েছে। তিনি আরও অবহিত করেন যে, প্রকল্পের as built drawing সময়মত জিআইএস দপ্তরে প্রেরণ না করার কারনে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ম্যাপিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাচ্ছেনা। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী, ডেভেলপমেন্ট আগামী এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি: এর মধ্যে জিআইএস ম্যাপিং কাজ এর ভাল অগ্রগতি হবে মর্মে সভায় উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন।	প্রকল্পের পরিচালকগণকে অবিলম্বে সমাপ্ত প্রকল্পের as-built drawing জিআইএস দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। পিডিএসডিপি প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ-বছরে যে উপকেন্দ্রের জিআইএস ম্যাপিং এর কাজ শেষ হয়েছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে PIC & PSC কমিটির মিটিং আহ্বান করতে হবে। মিটিং শেষে সভার কার্য-বিবরণীর সিদ্ধান্তের অংশে উক্ত উপকেন্দ্রের ম্যাপিং কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, ডেভেলপন্ট জিআইএস ম্যাপিং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং সামগ্রিকভাবে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (প্রকৌশল)/ প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট/ পিএন্ডডি)/ প্রকল্প পরিচালক (জিআইএস)/ প্রকল্প পরিচালক (পিডিএসডিপি/জিটুজি)/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা।

<u>আলোচ্যসূচি-১১:</u> সোলার ইন্সপেকশন সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী ডিপিডিসি'র সোলার রুফটপ সিস্টেম এর অগ্রগতি নিয়ে ০১টি পাওয়ার পয়েন্ট presentation জুম সিস্টেম এর মাধ্যমে শেয়ার করেন। presentation দেওয়ার সময় তিনি জানান যে, বর্তমানে ডিপিডিসিতে ৪৬৭২৩ টি রুফটপ সোলার সিস্টেম রয়েছে, তন্মোধ্যে জানুয়ারি, ২৩ খ্রি: মাস পর্যন্ত ডিপিডিসি'র ডাটাবেজে ২০২৮২ টি এন্ট্রি পড়েছে। অদ্যাবধি ২৬৪৪১ টি সোলার সিস্টেম এর তথ্য ডাটাবেজে এন্ট্রি দেওয়া বাকি রয়েছে। ২৬ টি এনওসিএস ডাটাবেজে কোন এন্ট্রি দেয়নি। সক্রিয় রুফটপ সোলার সিস্টেম এর তথ্য-উপাত্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হওয়ায় ডিপিডিসি'র রুফটপ সোলার সিস্টেম এর ডাটাবেজ দ্রুত আপডেট করার জন্য ডিপিডিসি'র রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফরম্যাট অনুযায়ী তথ্য এনওসিএস দপ্তর থেকে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। এছাড়া স্রেডা কর্তৃক প্রণীত নেট মিটারিং নির্দেশিকা সঠিকভাবে অনুসরন করা হচ্ছেনা বিধায় সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে নিয়ে নেট মিটারিং নির্দেশিকা সংক্রান্ত ০১ টি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন এর বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	ক) সকল এনওসিএস দপ্তর আগামী ০১ মাসের মধ্যে গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত রুফটপ সোলার প্যানেল পরিদর্শন করে সোলার সিস্টেম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আইসিটি কর্তৃক ডেভেলপকৃত সোলার সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী সোলার সিস্টেম ডাটাবেজে এন্ট্রি বিষয়ক একটি progress report পরবর্তী মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন। খ) ডিপিডিসি'র রুফটপ সোলার সিস্টেম সক্রিয় আছে কীনা সে সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে বিধায় সকল এনওসিএসকে আগামী ০১ মাসের মধ্যে ডিপিডিসি'র রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফরম্যাট অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ ম্যানেজার আইসিটি (রেভেনিউ)।

<u>আলোচ্যসূচি-১২:</u> AMR

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মিটারিং জানান যে, গ্রামীণ ফোনের সীম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মডেম ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। বিকল্প সীম হিসেবে test basis এ বাংলালিংক এর ৫০টি সীম ব্যবহার করা হচ্ছে যার ডাটা সিস্টেমে আসছে। এছাড়া সিস্টেমে ৩০৭০ টি মডেম লাগানো হয়েছে। ২২৫ টি হোল কারেন্ট মিটার আছে যা এলটি সিটি মিটার দিয়ে প্রতিস্থাপন করা গেলে উক্ত মিটারগুলোকে এএমআর সিস্টেম এর আওতায় নিয়ে আসা যাবে। সভায় তিনি আরও অবহিত করেন যে, প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণ সিঙ্গেল ও থ্রী ফেইজ মিটার মিটার টেস্টিং বেঞ্চ এ বসিয়ে টেস্ট করার কারণে বেঞ্চ গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে টেস্টিং বেঞ্চ এর উপর চাপ কমানোর জন্য সিঙ্গেল ফেইজ মিটার এর ভোল্টেজ, কারেন্ট স্থানীয়ভাবে এনওসিএস থেকে টেস্ট করার ব্যাপারে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।	ক) অধিকাংশ এনওসিএস বিভাগ এ মিটার স্বল্পতার কারনে বিলিং করা যাচ্ছেনা বিধায় গ্রাহক সেবা ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট অবিলম্বে ২৫০০ সিকিউর (এলটিসিটি ও এইচটি) মিটার ও মডেম ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রস্তাব ডিপিডিসি'র বোর্ড সভায় উত্থাপন করবেন। খ) AMR মিটার এর ফেইজ মিসিং (ভোল্টেজ, কারেন্ট) এর বিষয়টি প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী/ তার প্রতিনিধি ওয়েবসাইটে AMR সংক্রান্ত সফটওয়্যার থেকে চেক করবে ও দ্রুত বর্ণিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মিটারিং ও তার আওতাধীন দপ্তর এর সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট/ জিএম, আইসিটি/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চুক্তি ও ক্রয়)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভিনিউ/ ডেভেলপমেন্ট)/ স্টোর ম্যানেজমেন্ট সার্কেল/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-১৩:</u> ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন ও SAIDI/SAIFI:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য সর্বমোট ৭৬৬ টি ফিডারের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রার ৪৩% হিসেবে মোট ৩২৯ টি ফিডার অটোমেট করতে হবে। গত বছর সহ চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৮৯ টি (ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রার ৩৭.৩৭%) ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম প্রটেকশন সুইডেন থেকে জানান যে, চলতি অর্থ বছরে ২৪ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। মার্চ, ২৩ খ্রি: এর মধ্যেই বাকী ফিডারগুলোর অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করলে ম্যানেজমেন্ট এর তরফ থেকে সভায় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	ক) SAIDI/SAIFI এর APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৭১ টি ১১ কেভি ফিডার ইতোমধ্যে অটোমেশন করা হয়েছে বিধায় চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ৭৬৬ টি ফিডারের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রার ৪৩% হিসেবে সাস ও নন সাস উপকেন্দ্রের আওতাধীন মোট ৫৮ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) প্রত্যেকটি এনওসিএস এর আওতাধীন কোন ফিডারে মাস অনুযায়ী SAIDI/SAIFI লক্ষ্যমাত্রার অধিক হয়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং দ্রুত মালামাল এর requisition দিয়ে স্টোর থেকে DOFC, MCCB ইস্যু করে স্থাপন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ অ্যাডমিন এন্ড এইচআর)/ জিএম, (আইসিটি)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড নর্থ/ সাউথ সার্কেল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম প্রটেকশন)/ সংশ্লিষ্ট আইসিটি কর্মকর্তা/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)

<u>আলোচ্যসূচি-১৪:</u> **লোডশেডিং**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি সকল এনওসিএস লোডশেডিং শিডিউল যথাযথভাবে অনুসরণ ও সিএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়া হচ্ছে কীনা জানতে চান। এর পরিপ্রেক্ষিতে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডা জানান যে, বর্তমানে maximum demand ১২০০ মে:ও: হলেও সর্বোচ্চ ডিমান্ড ১৮০০ মে:ও: ধরে লোড-শেডিং শিডিউল তৈরি করা হয়েছে এবং এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত লোড ও ডিপিডিসি'র স্ক্যাডা দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে লোড-শেডিং ব্যবস্থাপনা প্রতিপালন করে আসছে।	পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই এনএলডিসি লোড-শেডিং দেওয়ার জন্য ডিপিডিসি'কে নির্দেশনা দিচ্ছে। যার ফলে অপ্রত্যাশিত লোড-শেডিং হচ্ছে, গ্রাহক পর্যায় অভিযোগ বাড়ছে ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রাহককে লোড-শেডিং সংক্রান্ত শিডিউল লোড-শেডিং হওয়ার পূর্বেই অবহিত করা এবং ডিপিডিসি যাতে লোড-শেডিং ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এর পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারে সে লক্ষ্যে এনএলডিসি কর্তৃক পরিকল্পিত ০১ টি লোড-শেডিং শিডিউল লোড-শেডিং হওয়ার পূর্বে ডিপিডিসি'কে প্রদান করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডাকে এনএলডিসি বরাবর চিঠি দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডা)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-১৫:</u> **ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ওভারহেড লাইন সঠিকায়ন পূর্বক ঝুকিমুক্ত করণ**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় সভাপতি জানান যে, ডিপিডিসির আওতাধীন বিতরণ এলাকাসমূহে, বিশেষ করে বাংলাবাজার, বংশাল, আজিমপুর, শাহবাগ, লালবাগ, রমনা, মতিঝিল, স্বামীবাগ ইত্যাদি সহ অন্যান্য ঘিঞ্জি এলাকায় রাস্তার পাশে বাসাবাড়ি অথবা অন্যান্য স্থাপনার নিকটে ডিপিডিসির বিতরণ লাইন সমূহের একাংশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া সরু ও জনাকীর্ণ স্থানে ট্রান্সফরমার স্থাপন, বৈদ্যুতিক খুঁটি হেলে পড়াসহ অনেক স্থানে Uninsulated Bare Conductor সমূহ ওভারহেড লাইন থেকে বাসাবাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা হয়নি। এতে যে কোন সময় শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নিকান্ড সহ মারাত্মক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এহেন অনাকাঙ্ক্ষিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে বিতরণ লাইনে উল্লিখিত ঝুঁকিসমূহ যথাযথভাবে স্পট/এড্রেস পূর্বক mitigating measures (প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা) গ্রহণ করে আগামী ২৮/০২/২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তরে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ডিপিডিসির আওতাধীন বিতরণ এলাকাসমূহে, বিশেষ করে বাংলাবাজার, বংশাল, আজিমপুর, শাহবাগ, লালবাগ, রমনা, মতিঝিল, স্বামীবাগ ইত্যাদি সহ অন্যান্য ঘিঞ্জি এলাকায় রাস্তার পাশে বাসাবাড়ি অথবা অন্যান্য স্থাপনার নিকটে ডিপিডিসির বিতরণ লাইন সমূহের একাংশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া সরু ও জনাকীর্ণ স্থানে ট্রান্সফরমার স্থাপন, বৈদ্যুতিক খুঁটি হেলে পড়াসহ অনেক স্থানে Uninsulated Bare Conductor সমূহ ওভারহেড লাইন থেকে বাসাবাড়িসহ অন্যান্য স্থাপনার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা হয়নি। এতে যে কোন সময় শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নিকান্ড সহ মারাত্মক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এহেন অনাকাঙ্ক্ষিত বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে বিতরণ লাইনে উল্লিখিত ঝুঁকিসমূহ যথাযথভাবে স্পট/এড্রেস পূর্বক mitigating measures (প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা) গ্রহণ করে আগামী ২৮/০২/২০২৩ খ্রিঃ এর মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তরে প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করার লক্ষ্যে এনওসিএস এর সকল প্রধান প্রকৌশলীগনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ, সেন্ট্রাল, সাউথ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-১৬: ই-নথি ও পেপারলেস অফিস

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট নথির ৮৫% ই-নথিতে নিষ্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) ম্যানুয়াল নথি ও পেপার consumption এর তথ্য প্রতি মাসের ০৩-০৪ তারিখ এর মধ্যে সকল দপ্তরকে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মেনু বারের ম্যানুয়াল নথি ও পেপার consumption option এ গিয়ে এন্ট্রি করতে হবে। খ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল নথি ই-ফাইলিং এ নিষ্পত্তি করতে হবে। গ) ডিপিডিসি'কে commercially viable organization এ রূপান্তর করতে হলে কোন খাতে কত খরচ হলো তা নির্নয় করার জন্য charts of accounts কে revised করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জিএম, ফিন্যান্স আইসিটি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে ভালভাবে analysis করে বর্ণিত বিষয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	সকল দপ্তর প্রধান/ জিএম ফিন্যান্স/ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

আলোচ্যসূচি-১৭: স্টোর ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ম্যানেজার, আইসিটি ডিএম কামরুল জানান যে, গত এক মাসে এনওসিএস স্বামীবাগ ও গ্রীড নর্থ-০১ এবং সাউথ-০২ এর লোকাল স্টোরের কোন ডাটা এন্ট্রি পাওয়া যায়নি। এছাড়া প্রকল্প দপ্তরের কোন inventory report না আসাতে প্রকল্প দপ্তরে অদ্যাবধি স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীতে, ডিজিএম ফিন্যান্স, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং, হায়দার আলী জানান যে, এনওসিএস রাজারবাগ দপ্তরের লোকাল স্টোরের কোন ডাটা সিস্টেমে এন্ট্রি হয়নি এছাড়া জবের বিপরীতে প্রকল্প দপ্তর থেকে যে কাজগুলো হয়ে থাকে তা অ্যাসেট সিস্টেমে এন্ট্রির জন্য মোহাম্মদ শাকিল মিঞা ডেপুটি ম্যানেজার, আইসিটি ডেভেলপমেন্ট কে নিয়ে আলাদা একটি সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্প দপ্তর যাতে তাদের লোকাল স্টোর ব্যবহার করতে পারে সেলক্ষ্যে তাদের দপ্তরের inventory report অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং এর ডিজিএম ফিন্যান্স, মোহাম্মদ হায়দার আলী ও মুহম্মদ সাকিল মিয়া, ডিএম (আইসিটি) বরাবর প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি আরও জানান যে, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি বাস্তবায়নের জন্য ডিএম কামরুলকে নিয়ে প্রকল্প অফিসে যোগাযোগ পূর্বক কিছু ইনপুট নেওয়া হয়। ডিজাইন তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। আগামী মার্চ, ২৩ খ্রি: এর মধ্যে এ সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়নের একটি ডেমো presentation ম্যানেজমেন্টকে প্রদর্শন করা হবে মর্মে জিএম, আইসিটি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	ক) এনওসিএস এর লোকাল স্টোরে মালামাল ইস্যুর সময়ে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি দিতে হবে। যে সমস্ত দপ্তর মালামাল ইস্যু করে সে সমস্ত দপ্তরকে আবশ্যিকভাবে তাদের লোকাল স্টোরের মালামাল এর এন্ট্রি সর্বদা আপডেট রাখতে হবে। এনওসিএস স্বামীবাগ, রাজারবাগ, গ্রীড সাউথ-০২ এবং গ্রীড নর্থ-০১ কে অবিলম্বে তাদের লোকাল স্টোরের মালামালের ডাটা স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে। প্রজেক্ট দপ্তরকে অবিলম্বে তাদের inventory report অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং এর ডিজিএম ফিন্যান্স, মোহাম্মদ হায়দার আলী ও মুহম্মদ সাকিল মিয়া, ডিএম (আইসিটি) বরাবর প্রেরণ করতে হবে। খ) অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং এর ডিজিএম ফিন্যান্স, মোহাম্মদ হায়দার আলী ও মুহম্মদ সাকিল মিয়া, ডিএম (আইসিটি) জবের বিপরীতে প্রকল্প দপ্তর থেকে যে কাজগুলো হয়ে থাকে তা অ্যাসেট সিস্টেমে এন্ট্রির জন্য একটি সিস্টেম ডেভেলপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গ) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি দপ্তর থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়নের একটি ডেমো presentation ম্যানেজমেন্টকে আগামী মার্চ, ২৩ খ্রি: এর মধ্যে ডিপিডিসি'র বোর্ড রুমে প্রদর্শন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, ফিন্যান্স (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং)/ ম্যানেজার, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)/ ডিএম, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)/ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধান।

আলোচ্যসূচি-১৮: APP বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় ডি.এম কামরুল জানান যে, দপ্তর প্রধানের জন্য টোটাল ১৫৬৪ টি এপিপি রয়েছে। এ বছরে ক্রয়-প্রক্রিয়াধীনের মধ্যে রয়েছে ১২১৪ টি। তন্মোধ্যে ৮২২ টির progress entry পাওয়া গিয়েছে যার শতকরা হার (৬৭%)। তবে গত মাস থেকে এন্ট্রির পরিমাণ বেড়েছে। অন্যান্য সকল দপ্তরকে পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে এপিপি সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী মাসে এপিপি'র কাজের অগ্রগতি প্রকিউরমেন্ট রিভিউ কমিটির সামনে উপস্থাপন করতে হবে বিধায় সকল দপ্তরকে এপিপি বিষয়ক যে কাজগুলো হয়েছে তার যাবতীয় ডাটা এপিপি সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রির মাধ্যমে অবিলম্বে সিস্টেম আপডেট করতে হবে। এপিপি কার্যক্রম প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়ার্টারে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে চতুর্থ কোয়ার্টারে শিফট করার provision এপিপি সিস্টেম সফটওয়্যারে রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ জিএম (আইসিটি)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ সকল দপ্তর প্রধান।

আলোচ্যসূচি-১৯: ট্রান্সফরমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় ম্যানেজার, আইসিটি ডি এম কামরুল জানান যে, সকল এনওসিএস থেকে ট্রান্সফরমার এর ডাটা পাওয়া গিয়েছে। সকল এনওসিএসকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অবিলম্বে ট্রান্সফরমার এর ডাটা বর্ণিত সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে মর্মে ম্যানেজার, আইসিটি সভায় অবহিত করেন।	আইসিটি দপ্তর কর্তৃক সকল এনওসিএস দপ্তরকে অবিলম্বে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুরো উদ্যোমে ট্রান্সফরমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, আইসিটি/ সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ।

<u>আলোচ্যসূচি-২০:</u> All Residential & Non Residential Building location with serial number & All Land সম্পর্কিত ডাটা-বেজ তৈরি সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় ম্যানেজার আইসিটি, ডি.এম কামরুল জানান যে, সিভিল দপ্তর এর অ্যাসেট এর রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য একটি সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে। সিভিল দপ্তরকে ইতোমধ্যে ডেভেলপকৃত পেইজটি দেখানো হয়েছে। তারা সিস্টেম ব্যবহার করা শুরু করেছে। কিছু এন্ট্রিও দিয়েছে। রিপোর্ট আপগ্রেডেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ডাটা মডিফিকেশন এর জন্যে এস্টেট এন্ড ট্রান্সপোর্ট থেকে ০১ মাস সময় সময় চাওয়া হয়েছে। ০১ মাস পরে বর্ণিত দপ্তরের ডাটাবেজ তৈরি ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা যাবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল ওয়ার্ক্স, ডিজিএম ফিন্যান্স (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং) ও ম্যানেজার, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে All Residential & Non Residential Building location with serial number & All Landrelated ডাটা-বেজ তৈরি সংক্রান্ত সফটওয়্যার এর ০১ টি ডেমো আগামী মার্চ, ২৩ খ্রি: মাসের মধ্যে ডিপিডিসি'র বোর্ড রুমে প্রদর্শন পূর্বক এ সংক্রান্ত সফটওয়্যারটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	জিএম, আইসিটি/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (সিভিল ওয়ার্ক্স)/ ডিজিএম, (এস্টেট এন্ড ট্রান্সপোর্ট)/ ডিজিএম, ফিন্যান্স (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং/ ম্যানেজার ,আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)।

<u>আলোচ্যসূচি-২১:</u> অডিট আপত্তির জবাব প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, অডিট জানান যে, রিপোর্টভূক্ত ২৩১ টি অডিট আপত্তির মধ্যে সিএজি কর্তৃক ০২ টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ২২৯ টির মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ৯৭ টি। সম্পূর্ণ আদায় করা হয়েছে ১৬ টি। ২৮ টি অবলোপনের মধ্যে ১৪ টি রিপোর্টভূক্ত এবং ১৪ টি অগ্রিম। এই ১৪ টি রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে ১০০ % আদায় দেখিয়ে জবাব প্রেরণ করতে হবে মর্মে জিএম,অডিট সভায় উল্লেখ করেন। এছাড়া আরও ৬৩ টি অডিট আপত্তি আছে যা বর্তমানে incomplete অবস্থায় রয়েছে। এই ৬৩ প্লাস ১৪ টি রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিয়ে আগামী ২রা মার্চ ডিপিডিসি'র বোর্ড রুমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	ক) রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে মাঠ পর্যায়ে গ্রাহকের অবশিষ্ট বকেয়া আদায় করে রিপোর্টভূক্ত ৬৩+১৪ টি অডিট আপত্তির প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব আগামী ফেব্রুয়ারি, ২৩ খ্রি: এর মধ্যে জিএম, অডিট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। জিএম, অডিট পরবর্তীতে ২রা মার্চ, ২০২৩খ্রি: তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সম্মতিক্রমে ডিপিডিসি'র বোর্ড-রুমে বর্ণিত রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ০১ টি সভার আয়োজন করবেন। খ) অনলাইনে অডিট আপত্তি প্রদান, তার জবাব প্রেরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আরও ০১ টি ব্যাচের প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ড অবশিষ্ট প্রশিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিধায় প্রশিক্ষণকালে বর্ণিত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনের জন্য জিএম,অডিট প্রশিক্ষকদের সচেতন করার পাশাপাশি প্রশিক্ষক তথা ডিপিডিসি'র প্রকল্প দপ্তর থেকে শুরু করে cost center এর সাথে জড়িত সকলকে power point presentation এর মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে সতর্ক, সচেতন ও অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে জিএম,অডিট এতদ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করবেন।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, অডিট/ আইসিটি/ ডিজিএম (গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-২২:</u> নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
প্রক্সিমিটি আইডি কার্ড এর ব্যবহার সীমিতকরণ প্রসঙ্গেঃ বিগত সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী ও সমমান (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ) এবং তদুর্ধ্ব পদ মর্যাদার এমপ্লয়িদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং RFID কার্ড উভয়ের মাধ্যমে হাজিরা সুবিধা বহাল রেখে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও সমমান এবং তদনিম্ন পদবীর এমপ্লয়িদেরকে শুধুমাত্র ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর মাধ্যমে হাজিরা পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল মর্মে আলোচনা হয়। এ বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি দপ্তর হতে জানানো হয় যে, ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। আগামী ০১-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। নবনিযুক্ত এমপ্লয়িদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেজিস্ট্রেশন কাজ চলছে। কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) নবনিযুক্ত সকল এমপ্লয়ি যাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি অতি দ্রুত তাঁদের রেজিস্ট্রেশন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (খ) এ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল এমপ্লয়িদের উদ্দেশ্যে জারিকৃত সার্কুলার যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	(ক) ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি, ডিপিডিসি।

"১গ" শ্রেণির কেপিআই উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের অভ্যন্তরে পিজিসিবি কর্তৃক ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণজনিত কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরসনে করণীয় সংক্রান্তঃ ডিপিডিসি'র আওতাধীন উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এলাকাটি ৫.৮০ একর আয়তনের বিশাল জায়গা পিজিসিবি-ডিপিডিসি উপকেন্দ্র হস্তান্তরের চুক্তি অনুযায়ী উলন উপকেন্দ্র এলাকার মোট জমি হতে পিজিসিবি কর্তৃক নির্মিতব্য ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের জন্য ১.৫০৬ একর জায়গা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৪.২৯৪ একর ডিপিডিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি ডিপিডিসি এবং পিজিসিবির মধ্যে উক্ত যায়গা পৃথকীকরণ হয়নি। সম্প্রতি উপকেন্দ্র এলাকার কতগুলো আবাসিক ভবন ভেঙ্গে পিজিসিবি কর্তৃক তাদের গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ২-৩ বছর লাগতে পারে ফলে কেপিআই স্থাপনাটিতে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে মর্মে সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি দপ্তর হতে জানানো হয় যে, উলন উপকেন্দ্রে উদ্ভূত নিরাপত্তাঝুঁকি নিরসনকল্পে ইতোমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটির আহবায়ক সরকারি সফরে বিদেশ থাকায় এখন পর্যন্ত সভা করা সম্ভব না হলেও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অগ্নি দুর্ঘটনাসহ স্থাপনার সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ থাকার বিষয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রস্তাবিত কমিটি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কেপিআই স্থাপনাটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল অসুবিধা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	(ক) নির্বাহী পরিচালক, এডমিন এন্ড এইচ আর, ডিপিডিসি। (খ) কমিটির সদস্যবৃন্দ।
নিরাপত্তা প্রহরীদের অধিক সতর্কতার সহিত বিশেষ করে রাত্রিকালীন পালায় সজাগ ও সতর্ক থেকে ডিউটি করা সংক্রান্তঃ সম্প্রতি বিভিন্ন স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ যথাযথ সতর্কতার সাথে ডিউটি পালন না করে বিশেষ করে রাত্রিকালীন পালায় সজাগ না থেকে ঘুমিয়ে পরেন মর্মে ডিপিডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গোচরীভূত হয়েছে মর্মে সভায় আলোচিত হয়। নিরাপত্তা প্রহরীরা যাতে অধিক সতর্করার সাথে বিশেষ করে রাত্রিকালীন পালায় সজাগ থেকে ডিউটি করেন সে বিষয়ে তদারকি বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এর বত্যয় পরিলক্ষিত হলে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে একটি দপ্তরাদেশও জারি করা হয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়।	(ক) নিরাপত্তা প্রহরীদের অধিক সতর্কতার সাথে ডিউটি করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করতে হবে। (খ) সিকিউরিটি সুপারভাইজর এবং কর্মকর্তাদের আকস্মিক স্থাপনা পরিদর্শন করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

এছাড়া সময় স্বল্পতার কারণে সমন্বয় সভার যে এজেন্ডাগুলো আলোচনা করা সম্ভব হয় নি, পূর্বের সমন্বয় সভায় আলোচিত সে এজেন্ডাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ অপরিবর্তিত ও পুনর্বহাল থাকবে। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিকাশ দেওয়ান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৭.৮৭.০০০০.০০০.০৬.০০১.২২.১৩

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৯

০২ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (আডমিনিসট্রেইশন এন্ড এইচ.আর/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ অপারেশনস/ ফিন্যান্স/আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট), ডিপিডিসি।

২) সকল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সকল জেনারেল ম্যানেজার

৩) সকল সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার/প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ডিপিডিসি।

৪) সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ম্যানেজার, ডিপিডিসি।

৫) সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

৬) জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচ আর), ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

খন্দকার এ.এইচ.এম. জুলফিকার হায়দার
চিফ কোর্ডিনেশন অফিসার (সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার)